আবু বকর

সাজিদ হাসান

সম্পাদনা
আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

মক্কা নগরী।

চারিদিকে ধু-ধু মরুভূমি। দূর দিগন্তে তাকালে শুধুই বালু আর বালু।

তার মধ্যখানে কিছু মানুষের বসবাস। এরাই মক্কাবাসী।

প্রিয় নবি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর স্মৃতি-বিজড়িত নগরী। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সময় থেকে এখানে তারা বসবাস করছে।

কিন্তু মানুষগুলো আর ইবরাহীমের ধর্মের ওপর নেই।

শয়তান তাদের ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ যা আদেশ করেছেন, তার কিছুই তারা অনুসরণ করছে না।

চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা—সকল পাপের কাজে তারা জড়িয়ে পড়েছে।

তারা এক আল্লাহকে সার্বভৌম মানত না। আল্লাহর সঙ্গে আরও অনেক কাল্পনিক দেবদেবীর পূজা করত।

এভাবেই তারা পবিত্র মক্কা নগরীকে অপবিত্র করে। কলুষিত করে। ঈমান হারিয়ে ফেলে।

পাপের কাদায় ডুবে যায় মক্কাবাসীদের হৃদয়।

সেই সময়ে মক্কায় জন্ম নেয় এক শিশু। তার নাম রাখা হলো আবদুল্লাহ।

সম্ভ্রান্ত পরিবারে আবদুল্লাহর জন্ম। আবদুল্লাহ দেখতে উজ্জ্বল ফর্সা। হালকা-পাতলা তার গড়ন। মক্কার তপ্ত বালু আর লু-হাওয়ায় ছোট্ট আবদুল্লাহ ধীরে ধীরে যুবকে পরিণত হলেন।

আবদুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। তাই বড় হয়েও তিনি মক্কা নগরীর সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন।

মক্কার লোকেরা মদপান করত, প্রতিমার পূজা করত। কিন্তু যুবক আবদুল্লাহ কখনো মদপানের ধারেকাছেও যাননি। কেউ তাকে দিয়ে মূর্তিপূজাও করাতে পারেনি।

পারবে কিভাবে?

আবদুল্লাহর মন যে ছিল পবিত্র, সত্য। তিনি বুঝতে পারতেন, মক্কার এইসব কাজ পাপ, ভুল। সচ্চরিত্রের মানুষ এসব কখনো করতে পারেন না।

মক্কা নগরীর কালিমা তাই আবদুল্লাহকে কখনো ছুঁতে পারল না। তার হৃদয়ের সত্য আর সততার দীপ্ত আলোয় সব আঁধার ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায়।

যে-ই তাকে দেখে, সে-ই আশ্চর্য হয়। বিস্ময়ে হতবাক হয়। মনের অজান্তে তাকে ভালোবেসে ফেলে।

আবদুল্লাহ আরও পরিণত হলেন। তার পরিবার হলো, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেল। লোকে তাকে ডাকতে লাগল আবু বকর বলে।

আবু বকর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রায়ই যেতেন সিরিয়ায়।

একবার সেখানে এক পাদরির সাথে তার দেখা হয়। পাদরি তাকে বলে, মক্কার কুরাইশ গোত্রে একজন নবির আগমন হবে। সে নবি আল্লাহর ইবাদত করবেন। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবেন না। দূর

করবেন সকল অন্যায়-অবিচার। উচ্চারণ করবেন সত্যের কালিমা। আশ্রয় হবেন গরিব-দুঃখী মানুষের।

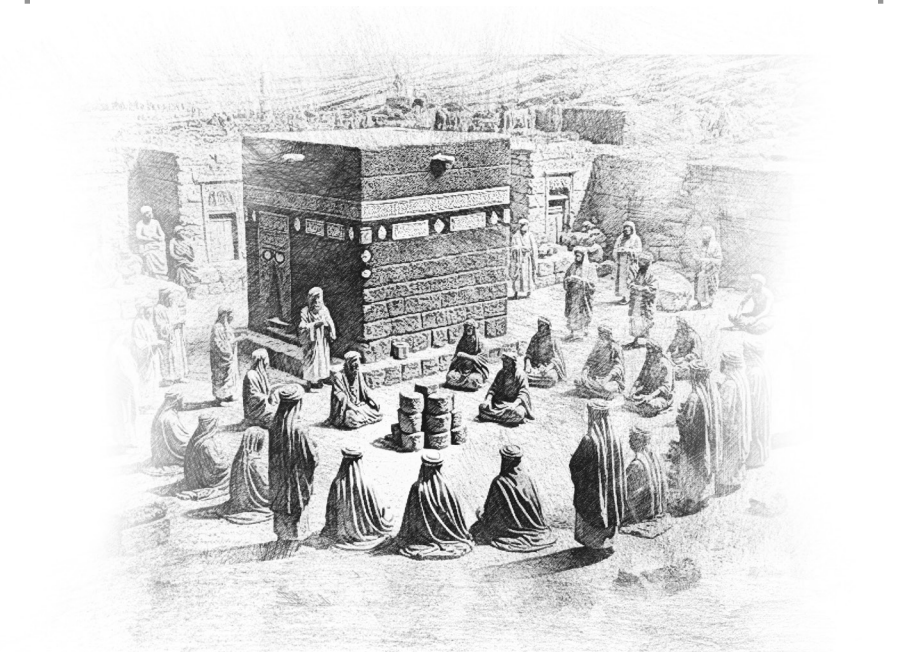

তৎকালীন আরবে মুর্তিপূজার চিত্র

তাজ্জব হয়ে গেলেন আবু বকর। এত বছর তিনি যে সত্যের সন্ধান করেছেন, তবে কি সেই দিন ঘনিয়ে আসছে? তার হৃদয়ে সততা আর ন্যায়ের যে পিপাসা তিনি অনুভব করতেন, সে পিপাসা কি এবার মিটবে?

আবু বকর ধৈর্য ধরলেন। তাড়াহুড়া করলেন না। ছটফট করলেন না। ছটফট করা তার স্বভাবে নেই।

তিনি জানতেন, মিথ্যার মেঘ যতই প্রবল হোক, সত্যের সূর্য একদিন আকাশে উদিত হবেই।

এরপর এল সেই দিন।

আবু বকরের দীর্ঘদিনের সঙ্গী মুহাম্মাদ তাকে বললেন, তিনি আল্লাহর নবি।

তিনি এসেছেন আল্লাহর বান্দা ও নবি হয়ে।

তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করতে।

মিথ্যাকে মুছে দিতে।

অসহায় মজলুমের ভরসা হয়ে।

আর্ত-মানবতার মুক্তির দূত হয়ে।

সত্যবাদী আবু বকর। এতদিন যে আলোর ফোয়ারার সন্ধান তিনি মক্কার অলিগলিতে খুঁজে ফিরেছেন, আজ সে আলো তার সামনে উপস্থিত। তার মতো মেধাবী, চিন্তাশীল, দূরদর্শী ব্যক্তি কি পারে সময় নষ্ট করতে?

না। আবু বকর এক মুহূর্তও দ্বিধা করলেন না। কালক্ষেপণ করলেন না। তিনি সাথে সাথে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে কালিমা পড়লেন, 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু; ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

মুসলিম হলেন আবু বকর।

তাঁর ইসলাম গ্রহণে নবিজি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। কারণ, আবু বকর ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ যুবকদের অন্যতম। তাঁর হৃদয় ছিল পবিত্র। কাশফুলের পাপড়ির মতো নিষ্কলুষ।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে প্রথম ইসলাম কবুলকারী।

কত সৌভাগ্যবান তিনি!

তাঁর মতো অগ্রগামী এই উম্মতের মধ্যে আর কেউ নেই।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হলেন। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে

ঘনিষ্ঠ মানুষদের কাছে গেলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মক্কার সকলেই ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত। তাই, তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিল।

উসমান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, আবদুর রহমান ইবনু আউফ-সহ আরও অনেক বিখ্যাত সাহাবি তাঁর দাওয়াতে ইসলাম কবুল করলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তিনি গরিবদের সহায়তা করতেন। মুসাফিরদের মেহমানদারি করতেন। আত্মীয়দের খোঁজ-খবর রাখতেন। মজলুমকে সান্ত্বনা দিতেন। এত সুন্দর আচরণ আর চারিত্রিক মাধুর্য দেখে মানুষ তো মুগ্ধ হবেই।

কিন্তু, মক্কার কিছু লোক আবু বকর ও নবিজির দাওয়াতকে সহ্য করতে পারল না। তারা ছিল কুরাইশদের সর্দার। মক্কা মূলত তারাই পরিচালনা করত।

নবিজি ও আবু বকর যখন মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন, তারা শঙ্কিত হলো। তারা ভাবল, ইসলাম ছড়িয়ে পড়লে তাদের ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

তাই তারা ইসলামের বিরোধিতা শুরু করল। আবু বকরের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেল।

একদিন আবু বকর নবিজির

সাথে কাবা শরীফে গেলেন। মক্কার লোকেরা চারপাশ থেকে তাঁদের ঘিরে ধরল। আবু বকর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন।

তিনি বললেন, 'এসো ইসলামের পথে।

এসো আল্লাহর পথে।

এসো শান্তির পথে।

এসো কল্যাণের পথে।

এসো মুক্তির পথে।'

কিন্তু, মক্কার লোকেরা তাঁর কথা মানল না। উল্টো প্রবল বেগে হামলা শুরু করল। পাষণ্ডগুলো আবু বকরকে মারতে মারতে একেবারে অজ্ঞান করে ফেলল।

লোকেরা ধরাধরি করে আবু বকরকে নিয়ে আসলো ঘরে। জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি প্রথমেই বললেন, 'আল্লাহর রাসূল কেমন আছেন'

দয়ার নবিকে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন তিনি। তাই তো রক্তাক্ত অবস্থায়ও নবিজির খোঁজ নিতে ভুললেন না।

অসুস্থ আবু বকর জানালেন, নবিজিকে না দেখে তিনি খাবার গ্রহণ করবেন না। তখন সে অবস্থাতেই তাকে নবিজির কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

নবিজির দরবারে গিয়ে তিনি দেখলেন, নবিজি সুস্থ আছেন। আবু বকর নবিজিকে বুকে জড়িয়ে চুমু খেলেন। নবিজিও তাঁকে দেখে আবেগে আপ্লুত হলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু!

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তিনি নবিজির কথা ভুলেননি।

তাঁর মতো করে নবিজিকে আর কেউ ভালোবাসতে পারেনি। আপন করে নিতে পারেনি।

ইসলামের প্রচার-প্রসারেও তিনি ছিলেন সবার চেয়ে এগিয়ে।

তিনি বলতেন, 'আল্লাহর ইবাদত করো।

আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক কোরো না।

তাহলেই তোমরা মুক্তি পাবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।

জান্নাত পাবে।

সেখানে কোনো কষ্ট থাকবে না।

কোনো দুঃখ থাকবে না।

থাকবে কেবল আনন্দ আর আনন্দ।'

আবু বকর নবিজিকে সঙ্গ দিতে কখনো ভয় পেতেন না। পিছু হটতেন না। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে নবিজিকে নিরাপদ রাখতে চাইতেন।

মক্কার কাফিররা নবিজিকে আক্রমণ করতে চাইত। তিনি তাদের বলতেন, 'তোমরা ধ্বংস হও। তোমরা কি নবিজিকে শুধু এ কারণে হত্যা করবে যে, তিনি বলেন, "আমার রব আল্লাহ"?'

নিষ্ঠুর কাফিররা তখন নবিজিকে ছেড়ে তাঁর ওপর হামলে পড়ত। তাঁকে মারধর করত। আহত করত। মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তখন তাঁকে ছেড়ে দিত।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসবের কোনো পরওয়া করতেন না। ইসলামের জন্য, নবিজির জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। নবিজির নিরাপত্তার বিষয়টি তিনি সর্বাগ্রে রাখতেন। এর কারণে বহুবার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

আবু বকর নবিজির সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন। তিনি প্রিয় নবিজিকে নিজের সবটুকু দিয়ে বিশ্বাস করতেন। ভালোবাসতেন।

একদিনের ঘটনা।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দিতে ও ইসলামের বিভিন্ন হুকুম জারি করতে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন।

জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গী হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতেই সাত আসমান পাড়ি দিলেন। অবশেষে আল্লাহর সাথে কথা বলে ফিরে এলেন পৃথিবীতে।

সকালে লোকজন তাঁর এই অলৌকিক মুজিযা সম্পর্কে জানতে পারল।

মক্কার লোকেরা সে ঘটনা শুনে তাজ্জব হয়ে গেল।

এক রাতের মধ্যেই বাইতুল মাকদিস ঘুরে আসা!

সাত আসমান পাড়ি দেওয়া!

এ-ও কি সম্ভব!

নবিজির এ কথা চারিদিকে হইচই ফেলে দিলো। কাফিররা হাসাহাসি ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে লাগল।

তারা মুসলিমদের বলতে লাগল, 'কী মিয়া? শুনছি তোমাদের নবি নাকি সাত আসমান ঘুরে এসেছে? এক রাতেই নাকি সিরিয়া গিয়ে ফিরে এসেছে? এ তো বড়ই অবাস্তব কথা!'

ওই সময় সিরিয়ায় যেতে প্রায় এক মাস সময় লাগত। ফেরার সময়ও তা-ই।

কাফিরদের প্ররোচনায় দুর্বল ঈমানের কিছু লোক ধোঁকায় পড়ে গেল। তারা নবিকে অস্বীকার করল।

দুষ্ট কাফিররা ভাবল, এ-ই তো সুযোগ। এইবার আবু বকরকেও ধোঁকায় ফেলতে হবে। তাহলে মুহাম্মাদ আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। একা হয়ে পড়বে।

কিন্তু তারা জানত না, আবু বকরের ঈমান ছিল সূর্যের মতো উজ্জ্বল। সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো দৃঢ়।

কাফিররা তাঁর পাশে জড়ো হয়ে বলল, 'কী হে আবু বকর? তোমার সঙ্গী কী তাজ্জব কথা বলে বেড়াচ্ছে, সে খবর কি তুমি রাখো?'

আবু বকর কী হয়েছে জানতে চাইলেন।

তারা বলল, 'মুহাম্মাদ নাকি গত রাতে কাবা থেকে জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে গিয়েছে। নামাজ আদায় করেছে। তারপর আবার মক্কায় ফিরেও এসেছে।'

তারপর তারা জিজ্ঞেস করল, 'তবুও কি তুমি তাকে বিশ্বাস করবে?'

তিনি বললেন, 'তিনি কি সত্যিই এ কথা বলেছেন?'

কাফিররা খুশি হলো। ভাবল, আবু বকর সন্দেহে পড়ে গেছে। তাই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ।'

কিন্তু আবু বকর তাদের কথায় প্রভাবিত হলেন না। মেঘের গর্জনের মতো সুদৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'রাসূল যদি এ কথা বলে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তা সত্যি।'

কাফিররা তাঁর কথা শুনে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ল।

তিনি বললেন, 'এ কথা শুনে তোমরা অবাক হচ্ছ কেন? আল্লাহর কসম! আমি তো এর চাইতেও আশ্চর্য বিষয় বিশ্বাস করি। নবিজি তো বলেন, তাঁর ওপর সকাল-সন্ধ্যা আসমান থেকে ওহি নাযিল হয়। আমরা তো সেটাও বিশ্বাস করে নিই।'

নবিজি কাবা চত্বরে অবস্থান করছিলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাঁর কাছে গেলেন। এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানালেন, তিনি সত্যিই এমনটি বলেছেন।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আপনি সত্যি বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল।'

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হলেন। সন্তুষ্ট হলেন। আবু বকরের মতো নির্দ্বিধায় কেউ তাঁর ওপর ঈমান আনতে পারেনি।

তাই নবিজি বললেন, 'আবু বকর, তুমি হলে আস-সিদ্দিক।'

সিদ্দিক মানে সত্যবাদী। এ ঘটনার পর থেকেই সবাই তাঁকে আবু বকর আস-সিদ্দিক বলে ডাকতে শুরু করলেন।

আবু বকর আস-সিদ্দিক!

যার ছোঁয়াতে মুছে যায় মিথ্যার ঘন কুয়াশা।

ভোরের সোনালি সূর্যের মতো সত্যের আলোয় চারিদিক হয় আলোকিত।

প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন এই উপাধির যোগ্য দাবিদার।

সারাটি জীবন তিনি নবিজির সত্যতার ওপর অটুট বিশ্বাস রেখে গেছেন। নবিজি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেগুলো বাস্তবে পরিণত হতে দেখেছেন।

ধন্য আবু বকর!

তাঁর মতো করে আর কেউ আল্লাহর রাসূলকে দ্বীন প্রচারে সাহায্য করতে পারেনি।

মক্কার কাফিররা দেখল, নবিজিকে কোনোভাবেই দমানো যাচ্ছে না। তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। অনেক তরুণ, যুবক, ক্রীতদাস তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করছে। আল্লাহর

ভালোবাসাকে বুকে আঁকড়ে ধরছে।

তারা শঙ্কিত হলো।

ভয় পেল।

এভাবে চলতে থাকলে মক্কায় কাফিরদের কর্তৃত্ব আর থাকবে না।

তারা তখন পরিকল্পনা করল, যারা মুসলিম হয়েছে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হবে। হয়তো নির্যাতন করলে তারা আবার মূর্তিপূজায় ফিরে আসবে।

কিন্তু ঈমানের স্বাদ যে এক বার পেয়েছে, সে কি আর কুফরে ফিরে যেতে পারে?

কুফর তো তিক্ত বিষের মতো। এর না আছে তৃপ্তি, আর না আছে সুফল।

আর ঈমান!

সে তো ফলদায়ী খেজুর গাছের মতো। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দুপুরে সে ছায়া দেয়। খিদে পেলে সুমিষ্ট ফল দেয়।

এমন আলোকিত ঈমানের স্পর্শ ছেড়ে কে কুফরের আঁধার কুয়ায় ফিরে যেতে চাইবে?

মক্কার মুসলিমরা ইসলামের ওপর অটল রইলেন। কাফিরদের কোনো নির্যাতনই তাঁদেরকে টলাতে

পারল না।

তাঁদের বিশ্বাস ছিল পাথরের মতো মজবুত।

আকাশের মতো নির্মল।

ফুলের মতো পবিত্র।

শত নির্যাতন-নিষ্পেষণেও তাঁদের মুখে থাকত তৃপ্তির হাসি।

মুসলিমদের পাথরসম দৃঢ়তা দেখে কাফিররা আরও রেগে গেল। তারা নিত্যনতুন উপায়ে দুর্বল মুসলিমদের নির্যাতন করতে লাগল।

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন উমাইয়া ইবনু খালফের গোলাম।

তিনিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত কবুল করেছিলেন। হয়েছিলেন একজন সাচ্চা মুমিন।

তাঁর হৃদয়েও ফুটে উঠেছিল ইসলামের সেই ফুল। যে ফুলের ঘ্রাণে সারা জাহান মাতোয়ারা।

বিলাল ছিলেন হাবশি গোলাম। তাঁর গায়ের রং ছিল কালো।

তাই মক্কার ধবধবে কাফিররা তাঁকে হেয় করত। তাচ্ছিল্য করত। পশুর মতো আচরণ করত।

কালো ত্বকের ক্রীতদাস বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলামগ্রহণ পাপিষ্ঠ উমাইয়া সহ্য করতে পারল না। সে বিলাল-কে ভরদুপুরে তপ্ত মরুভূমির গরম বালুতে শুইয়ে দিত। বিলালের বুকের ওপর পাথর চাপা দিয়ে দিত।

সে বিলালকে বলত, 'বলো, তুমি মুহাম্মাদের ধর্ম অস্বীকার করো। তাহলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে না।'

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান।